ভারত-সংযুকতো আমীর শাহীর যৌথ কমিশনের বৈঠকের একাদশ অধিবেশন

১. কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার ভারত-সংযুকতো আমীর শাহীর যৌথ কমিশনের একাদশ অধিবেশনে যোগ দিতে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী মহামান্য শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নেতৃত্বে এক উচ্চস্তরীয় আমলা এবং সংযুকতো আমীর শাহীর শিল্পগোষ্টীর প্রধানদের প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন। তাঁরা ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নয়াদিল্লিতে বৈঠকে যোগ দেন। মহামান্য বিদেশমন্ত্রীর সংগে বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয়া মাদাম রিম ইব্রাহিম আল হাসিমিও এসেছেন।

২. এই সফরে মহামান্য শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী,রেলমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সংগে বৈঠক করেন।

৩.. ভারত ও সংযুকতো আমীর শাহীর মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী বন্ধন রয়েছে। সহস্রাধিক বছর পুরানো সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার বার্তালাপের ভিত্তিতে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। উভয় দেশ একে অপরের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং একে অপরের দেশে বিশাল বিনিয়োগ করেছে। অপরিশোধিত তেল আমদানি করা দেশের মধ্যে ইউএই ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তম উৎস এবং ২৬ লক্ষ কর্মঠ ভারতীয় বসবাস করেন।

৪. মহামান্য শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের সংগে যৌথ কমিশন বৈঠকের সহ-পৌরোহিত্য করেন। যৌথ কমিশন বৈঠকে উভয়পক্ষ ব্যবসা ও বাণিজ্য,লগ্নি, অর্থ ও ব্যাংকিং, এনার্জি,হাইড্রোকার্বন, পেট্রোকেমিক্যাল ও সার, প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ, পরিবহণ, অসামরিক বিমান পরিবহন, বন্দর ও আবহাওয়া , স্বাস্থ্য এবং কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পর্যটন, নিরাপত্তা এবং অপরাধ দমন, কনস্যুলার এবং ভারতীয় সমাজ সংকরান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এই সব উল্লেখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঐক্যমত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সংযুকতো আমীর শাহীতে ঐতিহাসিক সফর ভারত-ইউএই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনঃ সংজ্ঞায়িত হয় এবং এই সম্পর্ক স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্কে উন্নীত হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যর পরিমাণ ষাট শতাংশ

বৃদ্ধি করতে উভয়পক্ষ সহমত হয়। লগ্নির মাত্রা ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি ভারত-ইউএই পরিকাঠামো লগ্নি তহবিল গড়া সমেত ইউএইর প্রতিষ্ঠানগুলিকে লগ্নিতে উৎসাহিত করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করায় উভয়পক্ষ সহমত হয়। ভারতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে উভয়পক্ষ একটি লগ্নি তহবিল শীঘ্র গড়তে একমত হয়।

৫. উভয় বিদেশমন্ত্রী একটি যৌথ ভারত-ইউএই বণিক পরিষদের উদ্বোধন করেন এবং উভয়পক্ষ উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা,পর্যটন,উভয় দেশের টেলিকম রেগুলেটারি কতৃপক্ষর মধ্যে সহযোগিতার জন্য ও স্পেসিফিকেশান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এবং ফেডারেশান অব ইউএই চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও উভয়পক্ষ সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করে।

নয়াদিল্লি

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫